**04-02-2025** প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান দেন, তোমরাও আবার অন্যদের এই দান দিতে থাকো, এই দানেই তোমাদের সদ্গতি হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ নতুন পথের কথা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই জানে না?

*উত্তরঃ - ঘরের পথ বা স্বর্গে যাওয়ার পথ তোমরা বাবার কাছ থেকে এখনই জানতে পেরেছো । তোমরা জানো যে, আমাদের আত্মাদের ঘর হলো শান্তিধাম, স্বর্গ আলাদা আর শান্তিধাম আলাদা । এই নতুন পথের কথা তোমরা আত্মারা ছাড়া আর কেউই জানে না । তোমরা বলো যে, এখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ত্যাগ করো, চোখ খোলো, তোমরা পবিত্র হও । তোমরা পবিত্র হলেই ঘরে যেতে পারবে ।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি । ভগবান উবাচঃ । এ কথা তো বাবাই বুঝিয়েছেন যে, মনুষ্য বা দেবতাদের ভগবান বলা যায় না, কেননা এদের সাকারী রূপ রয়েছে । বাকি পরমপিতা পরমাত্মার না আকারী রূপ আছে, না সাকারী রূপ আছে, তাই তাঁকে শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয় । জ্ঞানের সাগর ওই একজনই । কোনো মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান থাকতেই পারে না । কিসের জ্ঞান? রচয়িতা আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান অথবা আত্মা আর পরমাত্মার এই জ্ঞান আর কারোর মধ্যেই নেই । তাই বাবা এসে জাগ্রত করেন - হে সজনীরা, হে ভক্তরা, তোমরা জাগো । সকল মেল বা ফিমেল ভক্ত আছে। তারা ভগবানকে স্মরণ করে । সকল ব্রাইড স্মরণ করে একমাত্র ব্রাডগ্রুমকে । সকল আশিক আত্মারা এক মাশুক পরমপিতা, পরমাত্মাকে স্মরণ করে । সকলেই হলো সীতা, একমাত্র রাম হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । রাম শব্দটি কেন বলা হয়? এ তো রাবণ রাজ্য, তাই না । এর বিপরীতে রামরাজ্য বলা হয় । রাম হলেন বাবা, যাঁকে ঈশ্বরও বলা হয় আবার ভগবানও বলা হয় । তাঁর প্রকৃত নাম হলো শিব । তাই এখন তিনি বলছেন, তোমরা জাগো, এখন নবযুগ আসছে । পুরানো যুগ শেষ হয়ে আসছে । এই মহাভারত লড়াইয়ের পর সত্যযুগ স্থাপন হয়, আর এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য হবে । এই পুরানো কলিযুগ শেষ হয়ে আসছে তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ত্যাগ করো । এখন তোমাদের চোখ খোলো । এখন নতুন দুনিয়া আসছে । এই নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ, সত্যযুগ বলা হয় । এ হলো এক নতুন পথ । এই ঘরে বা স্বর্গে যাওয়ার পথ কেউই জানে না । স্বর্গ আলাদা আর শান্তিধাম, যেখানে আত্মারা থাকে, তা আলাদা । বাবা এখন বলছেন - তোমরা জাগো, এই রাবণ রাজ্যে তোমরা পতিত হয়ে গেছো । এই সময় একজনও পবিত্র আত্মা থাকে না । কাউকেই পুণ্য আত্মা বলা হবে না । মানুষ যদিও বা দান - পুণ্য করে, তবুও পবিত্র আত্মা তো একজনও নেই । এখানে অর্থাৎ কলিযুগে সব পতিত আত্মারা থাকে, আর সত্যযুগে থাকে পবিত্র আত্মারা, তাই বলা হয় --- হে শিববাবা, তুমি এসে আমাদের পবিত্র আত্মা বানাও । এ হলো পবিত্রতার কথা । বাচ্চারা, বাবা এইসময় এসে তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান দেন । তিনি বলেন, তোমরাও অন্যদের দান দিতে থাকো তাহলে পাঁচ বিকার রূপী গ্রহণ দূর হবে । তোমরা পাঁচ বিকারের দান দাও তাহলে এই দুঃখের গ্রহণ দূর হবে । তোমরা পবিত্র হয়ে সুখধামে চলে যাবে । পাঁচ বিকারের মধ্যে এক নম্বর হলো কাম বিকার, এই বিকার ত্যাগ করে পবিত্র হও । তোমরা নিজেরাও বলো - হে পতিত পাবন, তুমি আমাদের পবিত্র বানাও । বিকারী পতিতকে বলা হয় । এই সুখ - দুঃখের খেলা ভারতের জন্যই বানানো আছে । বাবা ভারতে এসে সাধারণ তনে প্রবেশ করেন তারপর তিনি বসেই এনার জীবনী শোনান । এরা হলো সব ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীরা, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । তোমরা সবাইকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দাও । তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা বিকারে যেতে পারো না । তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের এই হলো একটাই জন্ম । দেবতা বর্ণে তোমরা ২০ জন্মগ্রহণ করো, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণে ৬৩ জন্ম । ব্রাহ্মণ বর্ণের এ হলো অন্তিম জন্ম, যেই জন্মে তোমাদের পবিত্র হতে হবে । সত্যযুগে তো কেউই পতিত হয় না । এখন এই অন্তিম জন্ম যদি তোমরা পবিত্র হও, তাহলে ২১ জন্ম পবিত্র থাকতে পারবে । তোমরা পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়ে গেছো । মানুষ পতিত, তাই তো তারা ভগবানকে ডাকে । কে তোমাদের পতিত বানিয়েছে? রাবণের আসুরী মত । আমি ছাড়া আর কেউই তোমাদের রাবণ রাজ্য থেকে, এই দুঃখ থেকে উদ্ধার করতে পারে না । সকলেই কাম চিতায় বসে ভস্ম হয়ে আছে । আমাকে এসে জ্ঞান চিতাতে বসাতে হয় । জ্ঞান স্নান করাতে হয় । সকলেরই সদগতি করাতে হবে । যারা খুব ভালোভাবে এই পড়া পড়ে, তাদেরই সদগতি হয় । বাকি সকলেই শান্তিধামে চলে যায় । সত্যযুগে কেবল দেবী - দেবতারা থাকে, তাঁরাই সদগতি পেয়েছে । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছিলো । এ লক্ষ বছরের কথাই নয় । বাবা এখন বলছেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । "মন্মনাভব" শব্দটি তো প্রসিদ্ধ ।

ভগবানুবাচঃ - কোনো দেহধারীকেই ভগবান বলা যায় না । আত্মা তো এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । কখনো স্ত্রী, আবার কখনো পুরুষ জন্ম নেয় । ভগবান কখনোই জনম - মরণের এই খেলায় আসে না । এ নাটকের নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত রয়েছে । এক জন্ম অন্য জন্মের সঙ্গে মেলে না । এরপর তোমাদের এই জন্ম যখন রিপিট হবে তখন এই এই পার্ট, এই ফিচার্স আবারও নেবে । এই ড্রামা অনাদি রূপে পূর্ব রচিত হয়ে রয়েছে । এর পরিবর্তন হতে পারে না । সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণের যে শরীর ছিলো, তা আবারও সেখানে তিনি পাবেন । সেই আত্মা তো এখন এখানে আছেন । তোমরা এখন জানো যে, আমরাও তেমন হবো । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের ফিচার্স (এই সময়) অ্যাকিউরেট নেই। এমনই আবারও তৈরী হবে । এইসব কথা নতুনরা কেউই বুঝতে পারে না । খুব ভালোভাবে যখন কাউকে বোঝাবে তখনই ৮৪ জন্মের চক্র জানতে এবং বুঝতে পারবে যে, প্রত্যেক জন্মের নাম - রূপ - ফিচার্স ইত্যাদি আলাদা আলাদা হয় । এখন এনার ৮৪ তম জন্মের ফিচার্স এমন, সেইজন্য নারায়ণের ফিচার্স অনেকটা কাছাকাছি এমন দেখানো হয়েছে । তা না হলে মানুষ বুঝতে পারবে না ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে - মাম্মা - বাবাই এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হবেন । এখানে তো পাঁচ তত্ত্ব পবিত্র নয় । এই শরীরও সবই পতিত । সত্যযুগে শরীরও পবিত্র হয় । কৃষ্ণকে মোস্ট বিউটিফুল বলা হয় । সেখানে ন্যাচারাল বিউটি থাকে । এখানে বিদেশে মানুষ গৌর বর্ণ হলেও তাদেরকে কি দেবতা বলা হবে! তাদের মধ্যে তো দৈবী গুণ নেই, তাই না । তাই বাবা কতো ভালোভাবে বসে বুঝিয়ে বলেন । এ হলো উঁচুর থেকেও উঁচু পড়াশোনা, যাতে তোমাদের কতো বড় উপার্জন হয় । অগুণতি হীরে - জহরত, ধন উপার্জন হয় । ওখানে তো এই হীরে - জহরতের মহল ছিলো । এখন সে সব হারিয়ে গেছে । তোমরা তাই কতো ধনবান হও । এই উপার্জন হলো ২১ জন্মের জন্য অপার উপার্জন, এতে অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন । আমরা হলাম আত্মা, আমাদের এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে এখন নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবা এখন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন । আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এখন আবার আমাদের পবিত্র হতে হবে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে । না হলে এ তো শেষ সময় উপস্থিত । সাজা ভোগ করে ঘরে ফিরে যাবে । এই হিসেব - নিকেশ তো সবাইকে শোধ করতেই হবে । ভক্তি মার্গে মানুষ কাশীতে মৃত্যু কুঁয়াতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ (কাশী কলবট ) করতো, তাও কেউই মুক্তি পেতো না । সে হলো ভক্তি মার্গ আর এ হলো জ্ঞান মার্গ । এখানে জীবঘাত করার দরকার নেই । সে হলো জীব - ঘাত । তাও ভাবনা থাকে যে, আমরা মুক্তি পাবো তাই পাপের হিসেব - নিকেশ শোধ হয়ে আবার শুরু হয় । এখন তো কাশী কলবটের সাহস খুব কমই মুশকিলের সঙ্গে রাখে । বাকি মুক্তি বা জীবনমুক্তি পেতে পারে না । বাবা ছাড়া কেউই জীবনমুক্তি দিতেই পারে না । আত্মারা আসতে থাকে, তারপর ফিরে কিভাবে যাবে? বাবা এসেই সকলের সদগতি করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । সত্যযুগে খুবই অল্প মানুষ থাকে । আত্মার তো কখনোই বিনাশ হয় না । আত্মা অবিনাশী, এই শরীর হলো বিনাশী । সত্যযুগে অনেক বেশী আয়ু হয় । সেখানে দুঃখের কোনো কথাই থাকে না । মানুষ এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । সর্পের (খোলস ত্যাগের) যেমন উদাহরণ রয়েছে, তাকে মৃত্যু বলা হয় না । দুঃখের কোনো কথাই নেই । তারা মনে করে, এখন সময় সম্পূর্ণ হয়েছে, এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবে । বাচ্চারা, তোমাদের এই শরীর থেকে পৃথক হওয়ার অভ্যাস এখনেই করতে হবে । আমরা হলাম আত্মা, আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, এরপর আবার নতুন দুনিয়াতে আসবো, নতুন শরীর ধারণ করবো, এই অভ্যাস করো । তোমরা জানো যে, আত্মা ৮৪ শরীর ধারণ করে । মানুষ একে ৮৪ লাখ বলে দিয়েছে । বাবার জন্য তো আবার প্রতিটি কণায় - কণায় নুড়ি - পাথরের মধ্যে আছে বলে দেয় । একেই বলা হয় ধর্মের গ্লানি । মানুষ স্বচ্ছ বুদ্ধির থেকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধির হয়ে যায় । বাবা এখন তোমাদের স্বচ্ছ বুদ্ধির তৈরী করেন । স্মরণের দ্বারাই তোমরা স্বচ্ছ হও । বাবা বলেন যে, এখন নবযুগ আসবে, যার নিদর্শন হলো এই মহাভারতের যুদ্ধ । এ হলো সেই মুশলের যুদ্ধ যাতে অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্মের স্থাপনা হয়েছিলো, তাহলে অবশ্যই তিনি ভগবান হবেন, তাই না । কৃষ্ণ এখানে কিভাবে আসবেন? জ্ঞানের সাগর কি নিরাকার নাকি কৃষ্ণ? কৃষ্ণের তো এই জ্ঞান থাকবেই না । এই জ্ঞানই গুপ্ত হয়ে যায় । তোমাদের চিত্রই আবার ভক্তিমার্গে তৈরী হবে । তোমরা পূজ্যরাই আবার পূজারী হও, তোমাদের কলা কম হয়ে যায় । তোমাদের আয়ুও কম হয়ে যায় কেননা তোমরা ভোগী হয়ে যাও । ওখানে হলো যোগী । এমন নয় যে তোমরা ওখানে কারোর স্মরণে যোগ লাগাও । ওখানে সবাই পবিত্র । কৃষ্ণকেও যোগেশ্বর বলা হয় । এইসময় কৃষ্ণের আত্মা বাবার সঙ্গে যোগ লাগাচ্ছেন । কৃষ্ণের আত্মা এই সময় যোগেশ্বর, সত্যযুগে যোগেশ্বর বলা হবে না । ওখানে তো রাজকুমার হন । তাই পরের দিকে তোমাদের এমন অবস্থা হওয়া চাই যে, একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কোনো শরীর যেন স্মরণে না থাকে । শরীর এবং পুরানো দুনিয়া থেকে যেন মমত্ব দূর হয়ে যায় । সন্ন্যাসীরা তো পুরানো দুনিয়াতেই থাকে কিন্তু তাদের ঘরবাড়ীর প্রতি মমত্ব দূর হয়ে যায় । তারা ব্রহ্মকে ঈশ্বর মনে করে তার সঙ্গে যোগযুক্ত হন । তারা নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞানী - তত্ত্বজ্ঞানী বলে । তারা মনে করে, আমরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবো । বাবা বলেন - এ সবই হলো ভুল ধারণা । আমিই হলাম সঠিক, আমাকেই সত্য বলা হয় ।

বাবা তাই বলেন -- স্মরণের যাত্রা খুব দৃঢ় হওয়ার প্রয়োজন । জ্ঞান তো খুবই সহজ । দেহী - অভিমানী হওয়াতেই পরিশ্রম । বাবা বলেন যে, কারোর দেহই যেন স্মরণে না আসে, এ হলো ভূতের স্মরণ, ভূত পূজা । আমি তো অশরীরী, তোমাদের আমাকে স্মরণ করতে হবে । এই চোখে সবকিছু দেখেও বুদ্ধির দ্বারা বাবাকেই স্মরণ করো । বাবার নির্দেশ মতো চলো, তাহলে ধর্মরাজের সাজার হাত থেকে মুক্ত হবে । পবিত্র হলেই সাজা শেষ হয়ে যাবে, এ অনেক বড় লক্ষ্য । প্রজা হওয়া তো খুবই সহজ, এতেও বিত্তবান প্রজা, গরীব প্রজা কে কে হতে পারে - বাবা সব বোঝান । পরের দিকে তোমাদের বুদ্ধির যোগ বাবা আর ঘরের প্রতি থাকা উচিত । অভিনেতার যেমন অভিনয় সম্পূর্ণ হলেও বুদ্ধি ঘরের দিকে চলে যায় । এ হলো অসীম জগতের কথা । ও হলো জাগতিক আমদানী আর এ হলো অসীম জগতের আমদানী । ভালো অভিনেতার তো আমদানীও ভালো হয়, তাই না । তাই বাবা বলেন, গৃহস্থ জীবনে থেকে বুদ্ধিযোগ ওখানে লাগাতে হবে । ওরা তো আশিক - মাশুক হয় একে অপরের । এখানে তো সকলেই আশিক এক মাশুকের । তাঁকেই সবাই স্মরণ করে । এ তো একা আশ্চর্যের পথিক, তাই না । তিনি এই সময় এসেছেন সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সদগতিতে নিয়ে যাবার জন্য । তাঁকেই বলা হয় প্রকৃত মাশুক । ওরা একে অপরের শরীরকে ভালোবাসে, এখানে কোনো বিকারের কথা নেই । ওদের বলা হবে দেহ - ভাবের যোগ । সে ভূতের স্মরণ হয়ে গেলো । মানুষকে স্মরণ করার অর্থ পাঁচ ভূতকে, প্রকৃতিকে স্মরণ করা । বাবা বলেন, তোমরা প্রকৃতিকে ভুলে আমাকে স্মরণ করো । এ তো পরিশ্রম, আবার দৈবী গুণেরও প্রয়োজন । কারোর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া, এ আসুরী গুণ । সত্যযুগে হয় এক ধর্ম, এখানে পরিবর্তনের কোনো কথাই নেই । সে হলো অদ্বৈত দেবতা ধর্ম, যা শিববাবা ছাড়া আর কেউই স্থাপন করতে পারেন না । সূক্ষ্মবতনবাসী দেবতাদের বলা হয় ফরিস্তা । এইসময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ তারপরে তোমরা ফরিস্তা হবে । তারপর ঘরে ফিরে যাবে, এরপর নতুন দুনিয়াতে গিয়ে দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ অর্থাৎ দেবতা হবে । এখন তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হও । তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা না হতে পারলে উত্তরাধিকার কি করে নেবে? এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর মাম্মা, তাঁরাই আবার লক্ষ্মী - নারায়ণ হন । এখন দেখো, জৈন লোকেরা তোমাদের বলে, আমাদের জৈন ধর্ম সবথেকে পুরানো । এখন বাস্তবে মাহবীর তো আদি দেব ব্রহ্মাকেই বলা হয় । ব্রহ্মাই হলেন মহাবীর, কিন্তু কোনো জৈন মুনি এসে তাঁর নাম মহাবীর রেখে দিয়েছেন । এখন তোমরাও তো সব মহাবীর, তাই না । তোমরা মায়াকে জয় করছো । তোমরা সবাই হলে বাহাদুর । প্রকৃত মহাবীর - মহাবীরনী তোমরাই । তোমরা হলে শিবশক্তি, তোমরা সিংহের উপর বিরাজিত, আর মহারথীরা হাতির উপরে । তবুও বাবা বলেন, এ অনেক বড় লক্ষ্য । এক বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে, অন্য আর কোনো রাস্তা নেই । যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের উপর রাজত্ব করো । আত্মা বলে যে, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, এই দুনিয়া পুরানো - এ হলো অসীম জগতের সন্ন্যাস । গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র হতে হবে, আর চক্রকে বুঝতে পারলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) ধর্মরাজের সাজার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কারোর দেহকেই স্মরণ করবে না, এই চোখের দ্বারা সবকিছু দেখেও বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । তোমাদের পবিত্র হতে হবে ।

২ ) মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ সবাইকে বলে দিতে হবে । এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে - এই স্মৃতিতে অসীম জগতের আমদানী জমা করতে হবে ।

*বরদানঃ-* এক সেকেন্ডের বাজী-র দ্বারা সমগ্র কল্পের ভাগ্য বানানো শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব

এই সঙ্গমের সময়ে এই বরদান প্রাপ্ত হয়েছে যে - যেটা চাও, যেভাবে চাও, যতটা চাও ততটাই ভাগ্য বানাতে পারো কেননা ভাগ্য বিধাতা বাবা ভাগ্য বানানোর চাবি বাচ্চার হাতে দিয়েছেন। লাস্টে থাকা বাচ্চাও ফাস্ট গিয়ে ফার্স্ট-এ আসতে পারবে। কেবল সেবার বিস্তারে নিজের স্থিতি সেকেন্ডে সার স্বরূপ বানানোর অভ্যাস করো। এখনই যদি ডায়রেকশন পাও যে - এক সেকেন্ডে মাস্টার বীজ হয়ে যাও, তো টাইম যেন না লাগে। এই এক সেকেন্ডের বাজীর দ্বারা সমগ্র কল্পের ভাগ্য বানাতে পারো।

*স্লোগানঃ-* ডবল সেবা দ্বারা পাওয়ারফুল বায়ুমন্ডল বানাও তাহলে প্রকৃতি দাসী হয়ে যাবে।

অব্যক্ত ঈশারা :- একান্তপ্রিয় হও, একতা আর একাগ্রতাকে ধারণ করো

অনেক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা এখন এক-ই চন্দনের বৃক্ষ হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ বলে যে - দুই-চার মাতাও একসাথে একত্রে থাকতে পারে না আর এখন মাতারা সমগ্র বিশ্বে একতা স্থাপন করার নিমিত্ত হয়েছে। মাতারাই ভিন্নতার মাঝে একতা নিয়ে এসেছে। দেশ ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন-ভিন্ন, কালচার ভিন্ন-ভিন্ন কিন্তু তোমরা ভিন্নতাকে একতায় নিয়ে এসেছো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;